[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

উপস্থিতিও তুলনামূলক কম।

বাজারে খুচরা প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ৯০, কচু ৪০, টমেটো ১২০, কাঁচামরিচ ৮০, বেগুন ৭০, আদা ১৬০, শসা ৫০, কলা ৫০, আলু ২৫, লাউ ৫০, পেঁপে ২০, বরবটি ৫০, গাজর ১৪০, ওল ৫০, লালশাক ৪০, পটল ৪০, ঢেঁড়স ৪০, মিষ্টি কুমড়া ৫০, ঝিঙে ৫০, করলা ৫০ ও কাঁকরোল ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৮-৪০ টাকা, রসুন ৭০, কচু ৩০-৩২, টমেটো ১০০, কাঁচামরিচ ৬০, বেগুন ৬০, আদা ১৪০, শসা ৪০, কলা ৩৮, আলু ১৯, লাউ ৪০, পেঁপে ১০-১২, বরবটি ৪০, গাজর ১১৫-১২০, ওল ৩৮, লালশাক ৩২, পটল ৩০, ঢেঁড়স ৩২, মিষ্টি কুমড়া ৪০, ঝিঙে ৪০, করলা ৪০ ও কাঁকরোল ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

এ ছাড়া বগুড়ার গুটি আলু খুচরা ৭০ টাকা ও পাইকারি ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ব্যবসায়ী কাউসার আলী বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বাজারে সবজির সরবরাহ ভালো। সব ধরনের সবজি আমদানি হচ্ছে। তবে বাজারে ক্রেতা সংকট থাকায় খুচরা ব্যবসায়ীরা খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছেন।

সবজি বিক্রেতা মতিন মিয়া বলেন, বাজারে গ্রামাঞ্চলের মানুষের উপস্থিতি একদমই কম। তারা হয়তো মনে করছেন, বাজারে সবকিছুর দাম বেশি। আগে যে পরিমাণ বিক্রি করতেন, এখন তার অর্ধেকও করতে পারছেন না। এতে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

সবজি ক্রেতা সুমন মিয়া বলেন, বাজারে সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহে যে দাম ছিল, এ সপ্তাহেও মোটামুটি একই রকম রয়েছে।

চাল, ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০, আটা ৫০, মসুর ডাল ১২০, কলাই ডাল ২০০, মটর ডাল ৬০, সুলা ডাল ১১০ এবং চিনি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৪৮ টাকা, লালসন্য চাল ৪৬, আটা ৪৪, মসুর ডাল ৯০, কলাই ডাল ১৮০, মটর ডাল ৫৫, সুলা ডাল ১০৫ এবং চিনি ১০৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি ব্যবসায়ী আনিসুর রহমান বলেন, বর্তমানে সব ধরনের পণ্যের

আমদানি রয়েছে। তবে আগের মতো ক্রেতা না থাকায় বিক্রির পরিমাণ কমে গেছে। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের পুলিশ ও আনসারদের রেশনের আটা, চিনি, তেলসহ বিভিন্ন পণ্য বাজারে আসায় বাইরের পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিক্রি করতে সমস্যা হচ্ছে।

মাছের বাজারে খুচরা প্রতি কেজি রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ২০০, তেলাপিয়া ২২০, পাঙ্গাস ১৯০, বড় গ্লাসকাপ ৩৫০, মাঝারি ইলিশ ৮৫০, বড় কাতলা ৪০০, বাগদা চিংড়ি ৮০০, জিউল ৩৫০, কই ২০০ ও বাটা ২২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩০৫ টাকা, সিলভার ১৮০, তেলাপিয়া ১৮০, পাঙ্গাস ১৭০, বড় গ্লাসকাপ ৩২০, মাঝারি ইলিশ ৮০০, বড় কাতলা ৩৭০, বাগদা চিংড়ি ৭৩০, জিউল ৩০০, কই ১৮০ ও বাটা ১৯০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী সুনীল কুমার হালদার বলেন, তারা পাইকারি বাজার থেকে মাছ কিনে খুচরা বিক্রি করেন। কিন্তু পাইকারি ব্যবসায়ীরাও নিজেদের দোকানের সামনে খুচরা মাছ বিক্রি করায় তাদের বেচাকেনা অনেকটা কমে গেছে। এর সঙ্গে চাহিদার তুলনায় মাছের আমদানি কম থাকায় বাজারে মাছের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী সুজল কুমার হালদার বলেন, তিনি ছোটবেলা থেকে মাছের ব্যবসা করছেন। তার ব্যবসায়ী জীবনে এমন ক্রেতা সংকট আগে দেখেননি। পাইকারি দোকানদাররা খুচরা বিক্রি করায় তাদের ব্যবসায়ও প্রভাব পড়ছে।

মাছ ক্রেতা বাবলু বিশ্বাস বলেন, তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। প্রতিদিনের আয় দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার করে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বয়লার মুরগির চেয়েও মাছের দাম বেশি হওয়ায় মাছ কেনা কঠিন হয়ে গেছে।

মাছ ক্রেতা মফিজুর রহমান বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মাছের দাম বেশি। আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি, কিন্তু সেই মাছ কিনতেই এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে।

মাংসের বাজারে খাসির মাংস প্রতি কেজি ১১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০ টাকা এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
খুচরা বাজারে বয়লার মুরগি ১৯০ টাকা, সোনালি ২৮০, লেয়ার ৩৬০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস

৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে মেহেরপুরের বাজারে সবজির সরবরাহ ভালো থাকলেও ক্রেতার উপস্থিতি কম। অন্যদিকে মাছের আমদানি তুলনামূলক কম থাকায় মাছের দাম চড়া। ক্রেতা সংকট ও কম বেচাকেনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। বাড়তি দামের কারণে মাছ কিনতে গিয়ে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষকে বাড়তি চাপে পড়তে হচ্ছে।

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীমউদ্দীনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীমউদ্দীন আর নেই। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় মোনাখালী ফুটবল খেলার মাঠে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান শেষে মোনাখালী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জসিম উদ্দিন মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মৃত নিয়ামত শেখ এর ছেলে।

এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃতদেহ জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত করে রাষ্ট্রের পক্ষে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ফয়েজুর রহমান ফয়েজ, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ তদন্ত সেলিম জাহাঙ্গীর বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, এসময় মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি চৌকস পুলিশ দল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গার্ড অফ ওনার প্রদান করে এ সময় বিউগলে করুন সুর বেজে ওঠে। গার্ড অফ অনার শেষে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

এসময় বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাব হোসেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী নজরুল ইসলাম বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব:) আব্দুল মালেক, উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীমউদ্দীনের অবদান জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার-পরিজন, স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের আবহ বিরাজ করছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের এই বীর সন্তানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

গাংনীতে ৩০ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক, ৬ মাসের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৩০ পিস ইয়াবাসহ রুমন হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত রুমন হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাসেল আহাম্মেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাইলমারী গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় রুমন হোসেনের কাছ থেকে ৩০ পিস অবৈধ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, আটকের পর রুমন হোসেন নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

[redacted]

[redacted]

শিক্ষকদের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তারা কথা বলতে রাজি হননি।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, ঘটনাটি শুনেছি, ঐ এলাকায় খোঁজ খবর নিচ্ছি এবং লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাশেদ হোসাইন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক সনজিত পাল বাপ্পি, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক বাকী বিল্লাহ প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন দুর্গোৎসব সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে পালনের লক্ষ্যে সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এবার মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় মোট ৪০টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ১৭টি পূজামণ্ডপ রয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৫টি পূজামণ্ডপ হলো শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী

কালী মন্দির, শ্রী শ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরি ভক্তি প্রদয়িনী পূজামন্দির, শ্রী শ্রী বকুলতলা পূজামন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক পূজামন্দির, গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপ, শ্রী শ্রী দাসপাড়া মন্দির, শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দির, শ্রী শ্রী রাধের শ্যাম মন্দির, শ্রী শ্রী রাম মন্দির, বামনপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর বারোয়ারী দুর্গা মন্দির, পিরোজপুর শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির, দাসপাড়া শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির ও কালীগাংনী দাসপাড়া কালী মন্দির।

মুজিবনগর উপজেলার ৮টি পূজামণ্ডপ হলো মহাজনপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, বাবুপুর সর্বদলীয় দুর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজামণ্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজামণ্ডপ, বল্লভপুর পূজামণ্ডপ, দারিয়াপুর ও খানপুর শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির এবং বিশ্বনাথপুর শারদীয় দুর্গা মন্দির।

গাংনী উপজেলার ১৭টি পূজামণ্ডপ হলো গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালী মন্দির, গাড়াডোব দাসপাড়া কালী মন্দির, কচইখালী যোগিন্দা দুর্গা মন্দির, চাঁদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, যোলটাকা কর্মকারপাড়া দুর্গা মন্দির, যোলটাকা দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া হালদারপাড়া কালী মন্দির, বাউট দাসপাড়া কালী মন্দির, মোহাম্মদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, বামুন্দী কোলপাড়া কালী মন্দির, ভোমরদা দাসপাড়া কালী মন্দির, ভোলাডাঙ্গা দাসপাড়া কালী মন্দির, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দির ও গাংনী কেন্দ্রীয় রাম মন্দির।

মেহেরপুরে হেরোইন সেবনের দায়ে দুইজনের ৬ মাসের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী মোবাইল কোর্টের অভিযানে হেরোইন সেবনের দায়ে দুইজনকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) মেহেরপুর সদর থানার গুচ্ছগ্রাম এলাকার

রেনুকার লিচুবাগানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, মেহেরপুরের মিয়াপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল্লাহর ছেলে মো. মিকাইল ইসলাম (৩১) এবং রামদাসপুর এলাকার মো. শহিদুল ইসলামের ছেলে মো. হুসাইন (২০)।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার শাকির আহম্মেদের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় এ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে এক গ্রাম গলিত হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত মাদকদ্রব্য সেবনের দায়ে আটক দুজনকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

অভিযানে মামলার বাদী হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশেল আহমেদ ও উপপরিদর্শক মো. রহমত আলী দায়িত্ব পালন করেন।

মেহেরপুরের আমঝুপি বালিকা বিদ্যালয়ে জিপিএ-৫ পাওয়া ১৫ মেধাবী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষা-২০২৬ জিপিএ-৫ পাওয়া ১৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আমঝুপি শিশু-কিশোর সংগঠনের আয়োজনে এবং সিটি ব্যাংক আমঝুপি আউটলেট এজেন্টের সহযোগিতায় এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) সকাল ১১টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হাসিবুর জামান স্বপন। প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন।

সভাপতির বক্তব্যে হাসিবুর জামান স্বপন বলেন, “এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন তোমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। সময়ের সঠিক ব্যবহার, নিয়মিত অধ্যয়ন, শৃঙ্খলা ও নৈতিক মূল্যবোধকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তোমাদের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে দেশ ও মানুষের কল্যাণে অবদান রাখবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

শিশু-কিশোর সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও মোহনা টিভির জেলা প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান লিটনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখার ম্যানেজার শাহ আলম মোল্লা ও বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হাফিজুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন, স্টার নিউজের ব্যুরো প্রধান মো রাশেদুজ্জামান, আমঝুপি শিশু-কিশোর সংগঠনের সভাপতি মোস্তাক আহমেদ মিলন, প্রচার সম্পাদক ও জেলা জিয়া সাইবার ফোর্স (ZCF)-এর আহ্বায়ক আশিক রেজা, প্রচার সম্পাদক সেলিম রেজা, জেলা হিউম্যান রাইটস কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালক এম এ মুহিত, হিউম্যান রাইটসের সাধারণ সম্পাদক দিলারা পারভীনসহ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, শিক্ষার্থীবৃন্দ ।

আয়োজকরা জানান, মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে আরও ভালো করার অনুপ্রেরণা জোগাতেই এ আয়োজন।

মেহেরপুরের বিদায়ী পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়কে সংবর্ধনা

মেহেরপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে বদলিজনিত কারণে বিদায়ী পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়কে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
গতকাল বুধবার (৩০ অক্টোবর) এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা

হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিদায়ী পুলিশ সুপারের ১০ মাসের কর্মকালীন বিভিন্ন স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এ সময় জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন, মাদক ও জুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং অপরাধ দমনে তাঁর নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়।

বক্তারা বলেন, দায়িত্ব পালনকালে উজ্জ্বল কুমার রায় প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি অধস্তন পুলিশ সদস্য ও সিভিল স্টাফদের কল্যাণে আন্তরিক ভূমিকা রেখেছেন। পুলিশ সদস্যদের ছুটি, পারিবারিক জরুরি প্রয়োজন এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তিনি সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছেন। তাঁর অমায়িক আচরণ ও দিকনির্দেশনা জেলা পুলিশের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা বিদায়ী পুলিশ সুপারের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের শেষপর্যায়ে মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মাননা ক্রেস্ট, বিশেষ উপহার ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পাশাপাশি তাঁর পরবর্তী কর্মস্থলে সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), সহকারী পুলিশ সুপার (শিক্ষানবিশ), জেলার বিভিন্ন থানার অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১, ডিবির ওসি, আরআই, কোর্ট ইন্সপেক্টর, টিআই, আরও-১, সিভিল স্টাফসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরা।